কার্তিক মাসে কৃষক ভাইদের করণীয়

ঋতুচক্রের বৈচিত্রের পালা বদলে হেমন্ত কৃষি ভুবনের চৌহদ্দিতে কাজে কর্মে ব্যস্ততায় এক স্বপ্নীল মধুমাখা আবাহনের অবতারণা করে। সোনালী ধানের সুঘ্রাণে ভরে থাকে বাংলার মাঠ প্রান্তর। কৃষক মেতে ওঠে ঘাম ঝরানো সোনালী ফসল কেটে মাড়াই ঝাড়াই করে শুকিয়ে গোলা ভরতে আর সাথে সাথে শীতকালীন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলো শুরু করতে। তাহলে আসুন আমরা জেনে নেই কার্তিক মাসে কৃষির কোন কাজগুলো আমাদের করতে হবে।

আমন ধান

রোপা আমনে বিপিএইচ এর উপস্থিতি নিশ্চিত করার জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন; আক্রমন লক্ষ্য করা গেলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় গাছের গোড়ার দিকে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। সাথে সাথে জমির পানি দ্রুত অপসারণ করতে হবে। আমন ধানের জমিতে মাজরা পোকা, পাতা মোড়ানো পোকা, পাতা পোড়া, খোল পোড়া রোগের আক্রমণ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা নিন। এ মাসে আগাম জাতের আমন ধান পাকা শুরু হয়, ৮০ ভাগ ধান পেকে গেলে রোদেলা দিন দেখে ধান কাটতে হবে। আগামী মৌসুমের জন্য বীজ রাখতে চাইলে সুস্থ সবল ভালো ফলন দেখে ফসল নির্বাচন করে কেটে, মাড়াই-ঝাড়াই করার পর রোদে ভালমত শুকিয়ে পরিস্কার ঠান্ডা ধান বায়ুরোধী পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে। বীজ রাখার পাত্রটিকে মাটি বা মেঝের উপর না রেখে পাটাতনের উপর রাখতে হবে। পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পেতে হলে ধানের সাথে নিম, নিশিন্দা, ল্যান্টানার পাতা শুকিয়ে গুড়ো করে মিশিয়ে দিতে হবে।

গম

- কার্তিক মাসের দ্বিতীয় পক্ষ থেকে গম বীজ বপনের প্রস্তুতি নিতে হয়। দো-আঁশ মাটিতে গম ভাল হয়।
- অধিক ফলনের জন্য গমের আধুনিক জাত যেমন- বারি গম ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৩ বপন করতে হবে।
- বীজ বপনের আগে অনুমোদিত ছত্রাকনাশক দ্বারা বীজ শোধন করে নিতে হবে।
- বীজ বপনের ১৯ দিনের মধ্যে প্রথম সেচ প্রয়োজন এবং এরপর প্রতি ৩০-৩৫ দিন পর ২য় বার সেচ দিলে খুব ভাল ফলন পাওয়া যায়।

ভুট্টা

- এলাকা উপযোগী ভূট্টার জাত নির্বাচন ও উত্তমরূপে জমি তৈরি করে হাইব্রিড জাতের ভুট্টার বীজ বপন করুন।

তেল ও ডাল ফসল

- কার্তিক মাস সরিষা চাষের উপযুক্ত সময় সরিষা চাষের জন্য স্বল্পজীবনকালীন জাত বারি সরিষা- ১৪, ১৭ ও বিনা সরিষা -৪, ৯, ১০, ১১ চাষ করতে পারবেন।
- সরিষা ছাড়াও অন্যান্য তেল ফসল যেমন- চিনাবাদাম ও সূর্যমুখী এ সময় চাষ করা যায়।
- বন্যার পানি নেমে গেলে মসুর, খেসারী চাষ করুন। উপযোগিতা অনুসারে বিনা চাষে ও স্বল্প চাষে বীজ বপন করা যেতে পারে

আলু ও মিষ্টি আলু

আলুর জন্য জমি তৈরি ও বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এ মাসেই।

ভাল ফলনের জন্য বীজ আলু হিসেবে যে জাতগুলো উপযুক্ত তা হলো ডায়মন্ট, কার্ডিনাল, প্যাট্রোনিজ, হীরা, মরিণ, অরিগো, আইলশা, ক্লিওপেট্রা, গ্র্যানোলা, বিনেলা, কুফরীসুন্দরী, বারি আলু ১৩, ৬২, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১ ইত্যাদির মধ্যে এলাকা উপযোগী যে কোন জাত চাষ করতে পারেন।

আলু উৎপাদনে আগাছা পরিস্কার, সেচ, সারের উপরিপ্রয়োগ, মাটি আলগাকরণ বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, বালাই দমন, মালচিং করা আবশ্যকীয় কাজ।

বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বিনা চাষে মালচিং দিয়ে আলু আবাদ করা যায়।

নদীর ধারে পলি মাটিযুক্ত জমি এবং বেলে দো-আঁশ প্রকৃতির মাটিতে মিষ্টি আলু ভাল ফলন দেয়।

তৃপ্তি, কমলা সুন্দরী, দৌলতপুরী, বারি মিষ্টি আলু-৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ইত্যাদি আধুনিক মিষ্টি আলুর জাত।

শাক-সবজি

- শীতকালীন শাক-সবজি চাষের উপযুক্ত সময় এখন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বীজতলায় উন্নতজাতের দেশী-বিদেশী ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, শালগম, বাটিশাক, টমেটো, বেগুন এসবের চারা উৎপাদনের অন্য বীজতলায় বীজ বপন করতে হবে। আর গত মাসে চারা উৎপাদন করে থাকলে এখন মূল জমিতে চারা রোপন করতে পারেন। এ মাসে হঠাৎ বৃষ্টিতে রোপণকৃত শাক-সবজির চারা নষ্ট হতে পারে। এ জন্য পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। রোপনের পর আগাছা পরিস্কার, সার প্রয়োগ, সেচ নিকাশসহ প্রয়োজনীয় পরিচর্যা করতে হবে। তাছাড়া, লালশাক, মূলাশাক, গাজর, মটরসুটির বীজ এ সময় বপন করতে পারেন।

অন্যান্য ফসল

- কন্দ পেঁয়াজ লাগানোর এখনই উপযুক্ত সময়। উত্তমরূপে জমি তৈরি করে এলাকা উপযোগী উন্নত জাতের পেঁয়াজের কন্দ রোপন করুন।
- অন্যান্য ফসলের মধ্যে এ সময় রসুন, মরিচ, ধনিয়া, কুসুম, জোয়ার এসবের চাষ করা যায়।
- সাথী বা মিশ্র ফসল হিসেবেও এসবের চাষ করে অধিক ফলন পাওয়া যায়।
- উপযোগীতা অনুসারে বিনা চাষে রসুন লাগাতে পারেন।

তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি ফল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা

E-mail: ddcomilla.dae@gmail.com, Website: www.dae.comilla.gov.bd

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২৪খ্রি. সংখ্যা: ২০০০ কপি